গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট
http://khetlal.joypurhat.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৩.৩৮৬১.০০০.০৫.০০৩.২২- ৭০

তারিখ ০১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

সরকারি জলমহাল/খাস পুকুর ইজারার দরপত্র/আবেদনপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/নিবন্ধনকৃত মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ইজারার জন্য সকল আবেদন অনলাইনে গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ মোতাবেক ২০(বিশ) একরের নিচের উপজেলাধীন ইজারাযোগ্য বদ্ধ সরকারি জলমহাল/খাসপুকুর বাংলা ১৪৩০ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪৩২ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। আগামী ২০ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩খ্রিঃ (০৬ থেকে ২৫ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ) তারিখ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (jm.lams.gov.bd) লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে হবে (এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে)। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি, দাখিলকৃত দরের বিপরীতে জামানত বাবদ ২০% হিসেবে প্রদত্ত বিডি/পে-অর্ডারের মূলকপি ও আবেদন ফি বাবদ প্রদত্ত ৫০০/-(পাঁচশত) টাকার বিডি/পে-অর্ডারের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে পরবর্তী ০৯/০২/২০২৩, ১২/০২/২০২৩ ও ১৩/০২/২০২৩ খ্রি. ০৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে (অফিস চলাকালীন সময়ে) নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। ভুল/মিথ্যা তথ্য সম্বলিত এবং অসম্পূর্ণ আবেদন বিবেচনাযোগ্য নয়। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ ও ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অনলাইনে ইজারা প্রদান বিষয়ে সর্বশেষ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে ইজারা কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি অফিস চলকালীন সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, অনুমোদিত তালিকায় ইজারাযোগ্য জলমহাল সংযোজন বা বিয়োজন হতে পারে।

শর্তাবলীঃ

০১। জলমহাল/ খাস পুকুরসমূহ ১৪৩০ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪৩২ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য ইজারা দেওয়া হবে।

০২। সমিতি/সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখসহ রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র, প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎসজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র ও সমিতির নিকট সরকারি পাওনা এবং সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৩। সমিতির সদস্যগণ প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অংগীকার নামা অনলাইনে আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৪। সমিতি/সংগঠনের গঠনতন্ত্র, নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম, ঠিকানা ও ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ এর সত্যায়িত কপি, সমিতির সভার কার্যবিবরণী, সদস্যদের নামের তালিকা, ছবি, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানাসহ), জলমহালে মৎস্য চাষের সুষ্ঠু পরিকল্পনা/রূপরেখা, হালনাগাদ ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, হাল সন পর্যন্ত অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও টিআইএন নম্বর (যদি থাকে) সংযুক্ত করতে হবে (অনলাইনে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী)।

০৫। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী জামানত হিসেবে ইজারা মূল্যের ২০% ও আবেদন ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার (অফেরৎযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (মূল কপি) সোনালী ব্যাংক অথবা যেকোন তফসিল ব্যাংক হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, বরাবর আবেদনের প্রিন্টেড কপির সংগে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে। ইজারা দর অনুমোদিত না হলে জামানত হিসেবে দাখিলকৃত ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরতযোগ্য।

০৬। আবেদনপত্রে সমিতির সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/সদস্যদের ছবিসহ, এনআইডি ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে (অনলাইনে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী)।

০৭। দাখিলকৃত দর অনুমোদিত হলে বিধি মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর জমা দিতে হবে। অন্যথায় ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮। সীলমোহরকৃত খামের উপরিভাগে 'জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির আবেদন' স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বামপাশের নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

০৯। অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টিং কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

১০। প্রতিটি পুকুরের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে।

১১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ এর যাবতীয় শর্তাবলী এবং অনলাইনে প্রদত্ত চাহিত তথ্যাদি অনুযায়ী কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

১২। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনভাবেই পুকুরের আকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পুকুরপাড়ে অবস্থিত গাছ কর্তন কিংবা পুকুরের পানি অপসারণ করা যাবে না।

১৩। বাংলা ১৪৩০ হতে ১৪৩২ সন পর্যন্ত মেয়াদে ইজারাযোগ্য অনুমোদিত পুকুরের তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে অফিস চলাকালীন সময় দেখা ও জানা যাবে।

১৪। পুকুরের বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে দেখে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ওজর/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর শর্ত মোতাবেক কোন সমিতি ০২ (দুই)টির বেশি পুকুর ইজারা গ্রহণ করতে পারবে না। অন্যথায় ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইজারার সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

১৬। ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন পুকুরের মালিকানা নিয়ে জটিলতা থাকলে কিংবা আদালতে মামলা বা কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে কর্তৃপক্ষ ইজারা কার্যক্রম বাতিল/স্থগিত করতে পারবেন অথবা আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

১৭। ইজারাকৃত পুকুরের মা মাছ নিধন করা যাবে না।

১৮। ইজারা দেয়া কোন পুকুর ভুলক্রমে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে তা বাদ যাবে।

১৯। পুকুরের খনন/সংস্কার কাজ চলমান থাকলে পুকুরের ইজারা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২০। ইজারাকৃত পুকুর অন্য কারো নিকট সাব-লীজ বা অন্য কোনভাবে মাছ চাষের জন্য হস্তান্তর করা যাবে না।

২১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর শর্ত, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের শর্ত ও জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত শর্ত যা এখানে উল্লিখিত হয় নাই তাও এই ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২২। কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন আবেদনপত্র অথবা সকল আবেদনপত্র বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১৫/০১/২৬

(নুসরাত জাহান ধন্যা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট